গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূচিপত্র

র্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

ালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

গ্রাধিকার, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক, কার্যক্রম এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

শব্দসংক্ষেপ

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয় বিভাগের/কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

প্রস্তাবনা

সেকশন ১: আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

সেকশন ৩: অগ্রাধিকার, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক, কার্যক্রম এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচী, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্পিউটার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা, যুগোপযুগী শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সমস্ত জেলা সদরের ৭০টি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন ছাড়াও ঢাকা শহরে নতুন ৬টি কলেজ ও ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ১০০০টি মাদ্রাসার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেশব্যাপি ২৫০০টি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় মালটিমিডিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ১৫০০টি বেসরকারি কলেজের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষার উপরও জোর দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে অসহায় জনগোষ্ঠি যেমন- শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও নারীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনগণের দোর গোড়ায় সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ''রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ'' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য 'Establishment of Pediatric Neuro-disorder and Autism in BSMMU' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও এর ব্যবহার সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশের ২০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন, আইসিটি-এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ডাটাবেজ নির্মাণ ও উন্নত প্রযুক্তিগত সংযোগ স্থাপন, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাসত্মবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, জেলা পর্যায়ে আইটি পার্ক স্থাপন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমি স্থাপন, National IV Tier Data Centre (4TDC) স্থাপন, জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন, সফট্ওয়্যার সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল এ্যাপিস্নকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি, ইনফো-সরকার (ফেইজ-৩) প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন ট্রমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন, সৌর বিদ্যুৎ ও সৌর শক্তি প্রযুক্তির উপর গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, এডভান্স ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং স্থাপন, এস্টাবলিশমেন্ট অব সেন্টার ফর টেকনোলজী ট্রান্সফার এন্ড ইনোভেশন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১০৫০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন ''স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ফেজ-১)''-শীর্ষক প্রকল্প, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ৫৫১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন ''মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ (ভ্যাট অনলাইন)''-শীর্ষক প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ১৩৭৯.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন ''আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস''-শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় আরও অনেক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের দ্বারা বাংলাদেশকে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উন্নীত করার প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আশা করা যায়।

নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার জন্য এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করতঃ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এসব বিনিয়োগ ও কারিগরী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে। এ সাব-সেক্টরের উল্লেখযোগ্য চলমান প্রকল্প হলো নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টোরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্যায়), জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যে সকল জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই সে সকল জেলায় আরো ৩০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, মেরিন সেক্টরে দেশে ও বিদেশে জনশক্তির চাহিদা বিবেচনা করে দেশের ৫টি জেলায় ৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে তাছাড়া, সহযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোকেশনাল প্রোগ্রাম চালু করার বিষয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় আইএলও কর্তৃক "Improving Working Conditions in the Ready- Made Garments Sector in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা উন্নয়ন, তাজরিন ও রানা প্লাজায় আহতদের পুনর্বাসন এবং দেশের তৈরি পোষাক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সাধিত হবে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সেক্টরাল পলিসি না থাকায় প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথার্থতার ঘাটতি
- প্রকল্পে গ্রহণে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সার্ভে ঠিকমত না করা
- কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাব/ডিপিপি/টিপিপি যথার্থভাবে তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট এবং কারিগরি জ্ঞানের ঘাটতি
- সম্পদ এবং সামর্থ্যের কথা কম বিবেচনায় এনে অনেক সময় অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ
- পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্প পরিদর্শন কম হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা এবং পরবর্তীতে সমজাতীয় প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পসমূহের সমস্যা চিহ্নিতকরণে অস্পষ্টতা
- প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ায় জনবলের ঘাটতি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রকল্পের গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের যথার্থতা নিশ্চিতকল্পে সেক্টরাল পলিসি প্রণয়ন
- প্রকল্পের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিশ্লেষণে ট্যাকনিক্যালিটির ব্যবহার/আশ্রয় বাড়ানো
- উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্লেষণে এমআইএস চালুকরণ
- জাতীয় এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অথচ দক্ষতার ঘাটতি সম্বলিত সংস্থাসমূহকে যথার্থভাবে ডিপিপি/টিপিপি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিদর্শন এবং অত্র বিভাগে প্রকল্প অগ্রগতি/সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে সভা/সেমিনার আয়োজন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ (সেক্টর হতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ইনপুট প্রদান)

- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা'র বিভিন্ন পলিসি প্রণয়নে মতামতসহ সহায়তা প্রদান
- এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন
- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে গ্রহণে পরামর্শ প্রদান এবং নিশ্চিতকরণ
- আরএডিপি/এডিপি প্রণয়ণে সহায়তা প্রদান
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
- প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।